48

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...20 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

জেলা শহরের বইমেলাগুলো

'ঢাকা বইমেলা'র পাশাপাশি দেশের প্রতিটি জেলা শহরে 'জাতীয় গ্রন্থমেলা' আয়োজনের সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয়। তার প্রধান কারণ জেলা শহরগুলোতে বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'একুশের বইমেলা' হয় না। জেলা, মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে এসে একুশের বইমেলায় অংশ নেয়া সম্ভব হলেও সহজ নয়। কিন্তু সত্য যে, রাজধানী ঢাকার বাইরেও গ্রন্থপ্রেমিক, সাহিত্যসেবী ও মননশীল মানুষ রয়েছেন যারা দেশ-বিদেশের বইয়ের খবর জানতে চান। পাঠক তৈরি হচ্ছে। বইয়ের বাজার বড় হচ্ছে। মননশীলতা বাড়ছে।

কথাগুলো আমরা গেলবার বলেছিলাম। এবারও বলছি। 'ঢাকা-বইমেলা' আয়োজনের পাশাপাশি জেলা শহরগুলোর বইমেলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার আহ্বান রেখেছিলাম জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কাছে। 'ঢাকা বইমেলা' পক্ষকালব্যাপী চলার পর শেষ হয়েছে গত সোমবার। জেলা শহরের বইমেলাগুলো স্থানীয় সুবিধা মতো সময়ে শুরু হবার কথা। সেগুলোর খবর কি?

গতবার এ খবর কতটা নেয়া হয়েছে আমরা জানি না। জেলা শহরের বইমেলা আয়োজনে আয়োজকদের আন্তরিকতা, সরকারি বরাদ্দ কতটা ছিল, তার উপযুক্ত ব্যবহার হয়েছে কিনা এসব প্রশ্নও ওঠেনি। এবারও কি উঠবে না?

একটি দৈনিকে ময়মনসিংহ শহরে আয়োজিত বইমেলার একটি দুঃখজনক খবর ছাপা হয়েছে। বইমেলা চত্বরে কবিতা পাঠের এক অনুষ্ঠানে আয়োজকদের একটি লোকও হাজির হননি বলে কবিরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা কবিতা পাঠ না করে উদ্যোক্তাদের দায়ী করে বক্তৃতা করেছেন। সরকারি তালিকায় যেসব সাংস্কৃতিক দলের নাম ছাপা হয়েছে, তারা নিজেরাই নাকি জানে না যে, তারা আমন্ত্রিত। নির্দিষ্ট তারিখের এক সপ্তাহ পর ওখানে মেলা শুরু করা হয়েছে, তাও দায়সারাগোছের। রিপোর্টারের মন্তব্য, সরকারি অর্থ খরচ করা হচ্ছে কেবল।

'ঢাকা বইমেলা'য় কতটা স্টল বসেছিল, কতটা বিদেশী প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছিল, কত দর্শক এসেছিলেন, কত টাকার বই বিক্রি হয়েছে, কয়টি নতুন বই বেরিয়েছে এসব তথ্য জানানোর পাশাপাশি খোঁজ নিয়ে দেখা হোক জেলা শহরের বইমেলাগুলোর ক্ষেত্রে কোথায় কি হয়েছে বা হচ্ছে। গতবারের চেয়ে এবার উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়েছে কিনা তা বিচার করা হোক। প্রতিটি জেলা শহরে বইমেলা আয়োজনের জন্য কেবল অর্থই যথেষ্ট নয়; তার জন্য চাই ব্যবস্থাপনা দক্ষতা, স্থানীয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের সঙ্গে আয়োজকদের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক। সেটা গড়ে তোলার ব্যাপার, হয়ে ওঠারও ব্যাপার। সেদিকে উদ্যোক্তাদের নজর দেয়া উচিত জরুরি ভিত্তিতে।